দৈনিক সংবাদ

114
13 JAN 1996

তারিখ 13 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# যশোর বোর্ড চেয়ারম্যানের কান্ড

যশোর বোর্ডে গেলবার এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি হয়েছিল, তাতে শত শত স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য বোর্ডকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্ত কমিটি হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যশোর বোর্ডের ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর শাস্তি হয়েছিল। ৫ জনকে বরখাস্ত করা হয়। কয়েকজনকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। কারো বেতন বন্ধ হয়, কারো ইনক্রিমেন্ট কাটা যায়, কারো ক্ষেত্রে ঘটে পদাবনতি।

কিন্তু এ শাস্তির সিদ্ধান্ত হবার কিছুদিন পরই সাজাপ্রাপ্তদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত অপর একটি কমিটির প্রধান ব্যক্তির মৌখিক পরামর্শে বোর্ডের চেয়ারম্যান চাকরিচ্যুত পাঁচ ব্যক্তিকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেছেন। যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসর গ্রহণের দিনটিতে এ সংক্রান্ত একটি নথিতে স্বাক্ষর দেন।

যশোর বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর ১৫ হাজার ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও শেষ 'প্রশ্ন ব্যাংকে'র সুযোগ নিতে উৎকোচের বিনিময়ে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল। উৎকোচের ভাগ পেয়ে যে শিক্ষকরা তাদের এ গর্হিত কাজে সহায়তা দিয়েছিল, তাদের জন্যও বিভিন্ন রকম শাস্তি বরাদ্দ করা হয়েছে। অনেক শিক্ষকেরই চাকরি গেছে। বরখাস্ত হওয়া পাঁচজন বোর্ড কর্মচারীর চাকরি পুনর্বহাল করতে গিয়ে যশোর বোর্ড চেয়ারম্যানের তাদের কথা মনে হয়নি। একই দুর্নীতির জন্য একপক্ষ শাস্তি থেকে রেহাই পেলে অন্যপক্ষ কেন পাবে না এই প্রশ্ন উঠেছে।

যশোর বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার পর আমরা বলেছিলাম, শিক্ষাক্ষেত্রের এই লজ্জাকর ও অভূতপূর্ব দুর্নীতি যেন বরদাশ্‌ত করা না হয়, যেন এর সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তা করার উদ্যোগও নেয়া হয়েছিল। জড়িত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার খাতিরে যেন দোষী সাব্যস্তদের সাজা থেকে বাঁচিয়ে দেয়ার সকল অপচেষ্টা নাকচ করে দেয়া হয়।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, দায়ী শিক্ষকদের মাফ করে দেয়ার ক্ষমতা নাকি তার নেই। কেননা তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। মনে হচ্ছে ক্ষমতা থাকলে তিনি তাদেরও সাজা মওকুফ করে দিতেন। আমরা বলি, অবসর নেয়ার আগ মুহূর্তে তিনি যে কাজটা করে গেলেন তা একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে তার গৌরব বাড়ায়নি। তার রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তটি অনুসরণযোগ্য নয়।

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন ব্যুরো যশোর বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা তদন্তে যে কাজ করছিল, তা শেষ হয়নি। কাজটা দ্রুত শেষ হওয়া উচিত। নজিরবিহীন এ কেলেংকারি কি করে ঘটল তা সবাইকে জানানো হোক। প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে যথাযথ সাজা দেয়া হোক। শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন দুর্নীতি দমনে সরকারের উচিত শক্ত মেরুদন্ডের প্রমাণ দেয়া।